সংবাদ

তারিখ ... 15 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৮

৬৪ বছরেও সরকারি হলো না সৈয়দপুর কলেজ

বিক্ষুব্ধ সৈয়দপুরবাসী

প্রতিনিধি, সৈয়দপুর (নীলফামারী)

সরকারিকরণের তালিকায় এবারেও স্থান মিলেনি উত্তর জনপদের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৈয়দপুর কলেজের। চলতি অর্থ বছরে বর্তমান সরকার সারাদেশের ১৯৯টি কলেজ জাতীয়করণ করেছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে এ খবর প্রচারিত হলে ক্ষোভের আগুনে পুড়তে থাকে সৈয়দপুরবাসী। প্রতিষ্ঠার ৬৪ বছর বয়স পার করতে চলেছে এই কলেজটি। অথচ প্রতিটি সরকারের আমলেই এটি সরকারী করণের প্রতিশ্রুতি শুনেছে সৈয়দপুরবাসী। বর্তমান সরকারের বিগত সময়ে এলাকার সাংসদ কর্নেল (অব,) এ, এ মারুফ সাকলান জাতীয় সংসদে সৈয়দপুরকে জেলা ঘোষণাসহ ওই কলেজটি সরকারিকরণের দাবি তুলেছিলেন। দাবির জবাবে সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেলার সকল সুযোগ সুবিধা সৈয়দপুরবাসী পাবেন বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু আজও জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রধান। তারপরও সৈয়দপুর কলেজ সরকারি হলো না।

শ্রমিক অধ্যুষিত এ জনপদের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সন্তানদের শিক্ষিত করার মানষে ১৯৫৩ সালে ৪০ বিঘা জমি নিয়ে এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় শহরের কুন্দল এলাকায়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতিটি পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় ফল করে আসছে। সকল গুণে গুণান্বিত হয়েও বরাবরই সরকারের নেক দৃষ্টির বাইরে থাকছে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। এলাকার মানুষের প্রাণের দাবি ৬৪ বছরেও পূরণ হলো না। কিন্তু কি কারণে বার বার রাজনীতির বলি হচ্ছে এ কলেজটি, এ প্রশ্ন এখন সচেতন মানুষের মুখে মুখে। অথচ জেলার ডিমলা মহিলা কলেজের যাত্রা শুরু হয় ২০০৫ সালে। কিন্তু এটি এ বছরই সরকারি করা হলো।

এদিকে ডোমার উপজেলায় ১৯৮০ সালে চিলাহাটি কলেজ ও ১৯৭৩ সালে ডোমার কলেজ স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯৮৮ সালে ওই কলেজ দুটি একই বছরে সরকারি করা হয়। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে ১৯৭৩ সালে জলঢাকা কলেজ উদ্বোধন হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবার এটি সরকারি করলেন।

একাধিক বিশিষ্টজনদের অভিমত, এই কলেজটি সরকারিকরণ করা হলে সরকারের বাড়তি ব্যয়ের যেমন প্রয়োজন পড়বে না, তেমনি হাজার হাজার সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থী যৎসামান্য খরচে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে। বর্তমানে এই কলেজে দুই হাজার ৪৩৯ জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। পাঁচ বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। উদ্ভিদবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ে সম্মান শ্রেণীতে অধ্যায়ন করছে ৫৯১ জন শিক্ষার্থী। উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি (পাস) শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজার ৮৪৩ জন। শিক্ষক কর্মচারী আছে ৫৯ জন। এর মধ্যে অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ পদে দুইজন, সহকারী অধ্যাপক ৯ জন, প্রভাষক ২৪ জন, শরীরচর্চা শিক্ষক একজন, প্রদর্শক তিনজন, লাইব্রেরিয়ান একজন, সহকারী লাইব্রেরিয়ান একজন। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী চারজন ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ১৪ জন রয়েছে। সরকারিকরণ না হওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান হাফিজ অদৃষ্টকে দোষ দেন। একই বিষয়ে কথা হয় ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রুহুল আলম মাস্টারের সঙ্গে। তিনি জানান, এ কলেজটি সরকারিকরণে ভূমিকা রাখবে এমন যোগ্য নেতা ক্ষমতায় না থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় এমপি ও সৈয়দপুর কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি আলহাজ শওকত চৌধুরী মুঠোফোনে জানান, হয়তো আগামী দিনে এটি সরকারি হবে বলে আশা করছি।